রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী ঃ তুলনামূলক চিন্তাধারা

- **মূল - অমর্ত্য সেন**
- **অনুবাদ - ফেরদৌস আরেফীন**

অমর্ত্য সেনের এই লেখাটি ইন্ডিয়ার টাইমস্ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। " Tagore and his india " শিরোনামে প্রকাশিত ধারাবাহিক নিবন্ধের পঞ্চম অংশ এটি। ***২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ১৩৫ তম জন্মদিবস*** উপলক্ষে এর অনুবাদ পাঠালাম।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধী দুজনেই ছিলেন বিংশ শতাব্দিতে ভারতের নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ, সেই কারনেই বহু সমালোকই তাদের ধ্যানধারনার মধ্যে তুলনা করার বহুরকম চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ জানার পর, ভারতের একটি ব্রিটিশ জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় ৭ আগস্ট ১৯৪১ জওহরলাল নেহ্রু তাঁর বন্দী ডায়রীতে লিখেছিলেন -

> *"গান্ধী এবং রবীঠাকুর। দুজনের দুটো ধরনই একটা থেকে অন্যটা একেবারেই ভিন্ন, তারপরও ভারতবর্ষের আদর্শে, আজ পর্যন্ত এ দুজনেই ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব। ... এটা তাদের বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট শেষ্ঠত্ব বা গুনের কারনে হয়নি, বরং সামগ্রিক দৃষ্টিতেই এমনটি হয়েছে, যা আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, ঠাকুর ও গান্ধি - আজকের এ দুই বিশ্বনন্দিত ব্যাক্তিত্ব মানুষ হিসেবেও ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের।"*

১৯১৭ সনে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী ফ্রান্সের সাহিত্যিক **রোমেইন রোলেন্ড** এ দুজনের তুলনা করতে গিয়ে প্রবল আকর্ষন অনুভব করেছিলেন। তারই প্রমান পাওয়া যায়, তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই ***গান্ধী*** শেষ করার পর (মার্চ ১৯২৩-এ) কোন এক ভারতীয় পন্ডিতকে লেখা রোনাল্ডের এই উক্তিতে -

> *"আমি আমার **গান্ধী** বইটি লেখা শেষ করেছি। আমাকে সত্যিই দারুন মুগ্ধ করেছে তোমাদের গান্ধী এবং রবীঠাকুর - নদীর মত বিশালতায় পূর্ন এই দুই মহান হৃদয় - যেখানে এক ঐশ্বরীক সত্তা উথলে উঠেছে।"*

এর পরের মাসেই, রোলেন্ড তাঁর নিজের ডায়রীতে গান্ধী ও রবীঠাকুরের মধ্যে তুলনামূলক কিছু বানী রচনা করেন, যে কথাগুলো মূলতঃ **জনাব সি.এফ. অ্যানড্রুস** নামক এক ধর্মযাজক - যিনি গনআন্দোলনেরও একজন সক্রিয় কর্মী - রোলেন্ডকে লিখেছিলেন। এই অ্যানড্রুস ছিলেন গান্ধী ও রবীঠাকুর - উভয়েরই খুব ঘনিষ্টজন। শুধু তাই নয়, গান্ধী দক্ষিন আফ্রিকায় অবস্থানকালে এ ব্যক্তির অনেক ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া, ১৯৮২-তে **রিচার্ড এটেনবার্গের "গান্ধী"** ছায়াছবিতেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। অ্যানড্রুস রোনেল্ডকে তার একটি চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন যেখানে গান্ধি ও রবীঠাকুরের মধ্যে সরাসরি কথপোকথন চলছিল এবং অ্যানড্রুস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

"আলোচনার প্রথম বিষয় ছিল প্রতিমা। গান্ধী এর সমর্থনে বলছিলেন, এই স্থির বস্তুপিন্ডগুলোকে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই মানুষ আসলে বিমূর্ত ধারনার দিকে এগিয়ে যায়। মানুষ সর্বদাই শিশুর মত আচরন করবে - তা আবার রবীঠাকুর মানতে রাজি নন। এক্ষেত্রে গান্ধী তার স্বপক্ষে এই ইউরোপেই শ্রদ্ধেয় প্রতিমার উদাহরন হিসেবে জাতীয় পতাকার কথা বললেন। রবীন্দ্রনাথ এর মাঝে খুব সাধারন বস্তু খুঁজে পেলেও, গান্ধী এটিকেই তাঁর মূল ভিত্তি ধরে রইলেন। ইউরোপের দেশগুলোর জাতীয় পতাকার মধ্যে মিল-অমিল, তীক্ষ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের উপর দাঁড়িয়েই তিনি ছড়ি ঘোরাচ্ছিলেন। আলোচনার দ্বিতীয় বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ। এক্ষেত্রেও গান্ধী ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে। তিনি বলছিলেন, জাতীয়তাবদের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে এগিয়ে যাবে - যেমনটি সে যুদ্ধে যায় শান্তির প্রত্যাশায়।"

রবীঠাকুর ছিলেন গান্ধীর একান্ত অনুরাগী ও গুনমূগ্ধ, কিন্তু বেশ কয়েকটি বিষয়েই তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যেত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল - জাতীয়তাবাদ, দেশাত্ববোধ, সংস্কৃতিক লেনদেন, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের মধ্যে পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য। এই মতপার্থক্যগুলোর একটি পরিচ্ছন্ন এবং সঙ্গতিপূর্ন আদর্শ বা ভিত্তি আছে, যেখানে রবীঠাকুর তাঁর স্বপক্ষে বেশী যুক্তির সুযোগ নিতে চাইছেন, এবং তা খুবই সল্প সনাতন দৃষ্টিতে, তা বিশ্বের প্রতি অসীম আগ্রহ নিয়ে, এবং তাতে পাশাপাশি বিজ্ঞান ও বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধা ও বিবেচনা থাকতো।

রবীঠাকুর জানতেন যে, তিনি কখনোই ভারতকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারবেন না যা গান্ধী পেরেছেন, এবং গান্ধী জাতির জন্যে যা করেছেন তার প্রশংসা করতে রবীঠাকুর বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীকে **মহাত্মা** উপাধিটি তাঁরই দেয়া - যার অর্থ হল **মহান হৃদয়ের অধিকারী**। আর তাই গান্ধী ভারতের ভিতরে ও বাইরে অতুলনীয়রূপে দৃষ্টি আকর্ষন করতে পেরেছিলেন - যা রবীঠাকুর-গান্ধি বিতর্কের রবীন্দ্রনাথ অংশটিতেই বোধগম্য হয়।

নেহেরু বন্দী দশায় তাঁর ব্যাক্তিগত ডায়রীতে লিখেছিলেন -

"সম্ভবত এটা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ এখন মৃত এবং তিনি তেমন বেশী কষ্টকর বিষয় দেখেননি যাতে এ বিশ্ব ও ভারতের প্রতি তাঁর উর্দ্ধমূখি ধারনার পতন হতে পারে। তিনি অনেক দেখেছেন এবং হয়তো সেজন্যেই তিনি ছিলেন অসীম দুঃখী ও অসুখী।"

জীবনের শেষভাগে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের সামগ্রিক অবস্থায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলেন, বিশেষতঃ কিছু সাধারন সমস্যার বোঝা নিয়ে, যেমন ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য, যা বেড়ে উঠেছিল রাজনীতি দ্বারা সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলস্বরূপ। রবীঠাকুরের মৃত্যুর ৬ বছর পর, ১৯৪৭ সনে এই দাঙ্গা আরো বড় আকার ধারন করে, যা দেশভাগের সময় ব্যাপকমাত্রায় খুনোখুনির দিকে মোড় নেয়; কিন্তু তাঁর (রবীঠাকুরের) জীবনের শেষদিকেও অসংখ্য রক্তপাত ঘটে গিয়েছে। ১৯৩৯ সনে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু *লিওনার্দো এল্‌মরিস্টকে* (ইংরেজ জনসেবক এবং সমাজসেবক, তিনি ভারতের পল্লী পুনঃউন্নয়ন কাজে রবীঠাকুরের সান্নিধ্যে বহুদিন কাজ করেছেন এবং যিনি ইংল্যান্ডে ***ডার্টিংটন হল তহবিল*** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

এবং সেখানে একটি উন্নত স্কুল স্থাপন করেছিলেন যেখানে পুরোপুরি *রবীন্দ্রনাথ শিক্ষানীতি* অনুসরন করা হয়।) লিখেছিলেনঃ

> *"এই লক্ষ-কোটি মানুষের পরাজয়ে গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে পরাজিতন্মন্য হওয়ার কোনই কারন নেই, কারন তাদের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আছে ক্ষুধা, রোগ-বালাই, দেশী-বিদেশী শোষন এবং সাম্প্রদয়িকতা নিয়ে বিক্ষুব্ধ অসন্তোষের সঙ্গে চিরাচরিত শান্তিপূর্ন সহাবস্থানের অভ্যাস।"*

আজকের ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী কেমন দৃষ্টিতে দেখতেন? সেখানে কি তারা উন্নয়ন দেখতেন, নাকি দেখতেন সুযোগের অপব্যবহার, কিংবা হয়তো দেখতেন অঙ্গীকার আর বিশ্বাসের সাথে অনবরত বিশ্বাসঘাতকতা? এবং বিশেষ করে, সমকালীন বিশ্বের সাংস্কৃতিক বিস্তৃতিতে তারা কিভাবেই বা সাড়া দিতেন? আজকের এই ধ্বংসপ্রায় মানবতার পৃথিবীতে তাঁরা কি তাদের অহিংসা আর সাহিত্য নিয়েই শুধু ব্যাস্ত থাকতে পারতেন?

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com